দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 24 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

মেধাবীদের অবমূল্যায়ন

আহমেদ নূর

বেশ কয়েক বছর থেকে দেশের পাবলিক পরীক্ষাগুলোর ফলাফল গেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হচ্ছে, যেখানে আগে প্রকাশ করা হতো বিভাগ বা শ্রেণিভেদে। সনাতন পদ্ধতির তুলনায় গ্রেডিং পদ্ধতির কিছু ইতিবাচক দিক আছে। যেমন: সনাতন পদ্ধতিতে প্রতি বোর্ডে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত মাত্র ২০ জনকে সর্বোচ্চ মেধাবী বলে স্বীকৃতি দেওয়া হতো। আর এখন ৮০ বা তদূর্ধ্ব নম্বরপ্রাপ্ত সবাইকে সর্বোচ্চ মেধাবী বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এটা অবশ্যই মেধাবীদের মূল্যায়নের এক উৎকৃষ্ট পন্থা। কিন্তু গ্রেডিং পদ্ধতির বড় একটি নেতিবাচক দিক হচ্ছে এই মেধাবীদের মূল্যায়ন করতে গিয়েই গ্রেডিং পদ্ধতিতে বিশাল এক ফাঁক থেকে যাওয়া।

প্রথমে পঞ্চম শ্রেণির ফলাফলের ক্ষেত্রে বলছি। পঞ্চম শ্রেণিতে মোট ছয় বিষয়। এই ছয় বিষয়ের সবগুলোতে যে শিক্ষার্থী ৮০ বা তার চেয়ে বেশি নম্বর পাবে, তার গ্রেড হবে 'এ প্লাস'। আর যদি কোনো শিক্ষার্থী ছয় বিষয়ের কোনো একটিতে ৮০ নম্বরের কম পায়, তার গ্রেড হবে 'এ'। এই হিসেবে এমনও হতে পারে, একজন শিক্ষার্থী যে কোনো পাঁচ বিষয়ে ৯৫-এর বেশি নম্বর পেল, কিন্তু কোনো এক বিষয়ে কোনো কারণে ৮০ থেকে দুই বা এক নম্বর কম পেল, তার গ্রেড হবে 'এ'; অন্যদিকে আরেকজন শিক্ষার্থী ছয় বিষয়ের সবগুলোতেই কোনো রকমে ৮০ বা তার চেয়ে সামান্য বেশি করে নম্বর পেল, তার গ্রেড হবে 'এ প্লাস'! দেখা গেছে একজন শিক্ষার্থী ছয় বিষয়ে মোট নম্বর ৫৫০ পেয়ে 'এ' গ্রেড পায় আর আরেকজন শিক্ষার্থী মোট ৪৯৫ নম্বর পেয়ে 'এ প্লাস' পেয়ে যায়। এখানে কোন শিক্ষার্থীটি বেশি মেধাবী? নিশ্চয়ই যার প্রাপ্ত নম্বর ৫৫০, সে। কিন্তু আমাদের প্রচলিত গ্রেডিং পদ্ধতিতে সে ৪৯৫ নাম্বার পাওয়া শিক্ষার্থী থেকে নিচে। এটা কি গ্রেডিং পদ্ধতির ত্রুটি নয়? এভাবে কত মেধাবী শিক্ষার্থী পঞ্চম শ্রেণিতে সমাপনী পরীক্ষা চালু হওয়ার পর থেকে অবমূল্যায়িত হয়ে আসছে, তার হিসেব নেই।

এবার পঞ্চম শ্রেণি ছাড়া অন্য পাবলিক পরীক্ষাগুলোর ফলাফলে আসি, যেগুলোতে 'এ-প্লাস'-এর ওপরেও আরেকটা গ্রেড রয়েছে 'গোল্ডেন এ প্লাস' নামে। এসব পরীক্ষায় যে শিক্ষার্থী সবগুলো বিষয়ে পৃথক পৃথকভাবে ৮০ বা তার চেয়ে বেশি নম্বর পাবে, তার ফলাফল হবে 'গোল্ডেন এ প্লাস', আর যে শিক্ষার্থী সবগুলো বিষয়ে গড়ে ৮০ করে নম্বর পাবে, তার ফলাফল হবে 'এ প্লাস'। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। আমাদের হিসাব সহজ করার জন্য ধরা যাক তিনটি বিষয়ে পরীক্ষা হয়েছে— গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন। একজন শিক্ষার্থী গণিতে পেয়েছে ১০০, পদার্থে পেয়েছে ৯৫; কিন্তু রসায়নে পেয়েছে ৭৯, তার ফলাফল হবে 'এ প্লাস'। যদিও তার মোট নম্বর ২৭৪। আরেকজন শিক্ষার্থী তিনটি বিষয়েই পেয়েছে ৮০ করে, তার ফলাফল কিন্তু 'গোল্ডেন এ প্লাস'! যদিও তার মোট নম্বর মাত্র ২৪০। মাত্র তিনটি বিষয়ে ৩৪ নম্বর কম পেয়েও একজন শিক্ষার্থী প্রচলিত গ্রেডিং পদ্ধতিতে পেয়ে যায় 'গোল্ডেন এ প্লাস' আর ৩৪ নম্বর বেশি পাওয়া সত্ত্বেও আরেকজন পায় মাত্র 'এ প্লাস'। সবগুলো বিষয়ের ক্ষেত্রে মোট নম্বরে অনেক বড় পার্থক্যের সম্ভাবনাও থেকে যায়। সবগুলো বিষয়ের হিসেবে একজন 'গোল্ডেন এ প্লাস'ধারীর চেয়ে ১০০ নম্বর বেশি পেয়েও একজন শিক্ষার্থী 'এ প্লাস' পাবার সম্ভাবনা থেকে যায়। এটা কি মেধাবীদের মূল্যায়ন, নাকি অবমূল্যায়ন!

প্রচলিত গেডিং পদ্ধতির আরেকটা ত্রুটি আমার কাছে মনে হয় ৮০ থেকে ১০০ পর্যন্ত মাত্র ১টা গ্রেড রাখা। ৮০ থেকে নীচের দিকে প্রায় প্রতি ১০ নম্বরের ব্যবধানে একটা গ্রেড পরিবর্তন হয়। কিন্তু ৮০ থেকে এর পরে মোট ২১ নম্বরে একটাই গ্রেড। একজন শিক্ষার্থী সবগুলো বিষয়ে ৮০ থেকে সামান্য বেশি নম্বর পেয়ে যে গ্রেড পায় আরেকজন শিক্ষার্থী সবগুলো বিষয়ে ৯০ বা ৯৫-এর মতো নম্বর পেয়েও সেই একই গ্রেড পায়। এটা কি সুবিচার? এজন্য আমার মনে হয়, সবরকম পাবলিক পরীক্ষায় যে শিক্ষার্থী সবগুলো বিষয়ে গড়ে ৮০ থেকে ৮৯ নম্বর করে পাবে তাকে দেওয়া উচিত 'এ প্লাস' আর যে শিক্ষার্থী সবগুলো বিষয়ে গড়ে ৯০ থেকে ১০০ করে পাবে তাকে দেয়া উচিত 'গোল্ডেন এ প্লাস'। তাহলে মেধাবীদের প্রতি কোনো রকম অবিচার হবে নাএবং উপরে উল্লেখিত উভয় সমস্যারই যুক্তিযুক্ত সমাধান হয়ে যাবে।

ইংরেজি GPA কথাটি মূলত Grading Point Average-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। মানে গড় পয়েন্টের ওপর ভিত্তি করে গ্রেড দেওয়া। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এখন 'গোল্ডেন এ প্লাস'-এর ক্ষেত্রে কোনো গড় করাই হয় না। সবগুলো বিষয়ে ৮০ বা তার চেয়ে বেশি নম্বর পেতে হবে। তাহলে এটা Average বা গড় হলো কেমন করে? অনেকগুলো বিষয়ে ৯০ বা তার চেয়ে বেশি পাওয়া একজন শিক্ষার্থী কোনো এক বিষয়ে ৮০ থেকে একটু কম নম্বর পেতেই পারে। সে কি ঐ শিক্ষার্থী থেকে খারাপ হয়ে গেল, যে সবগুলো বিষয়ে ৮০ থেকে বেশি পেয়েছে ঠিক, তবে কোনো বিষয়েই ৯০ বা তার চেয়ে বেশি পায়নি? এজন্য মোট নম্বর বিবেচনা করে ফলাফল প্রদান করা হলে কোনো মেধাবী শিক্ষার্থীই তার পরিশ্রমের বিনিময়ে হতাশ হবে না।

লক্ষ্মীপুর